কুরআন সম্পর্কে কুরআন কী বলে

মাওলানা আবদুর রহমান



ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

কুরআন সম্পর্কে কুরআন কী বলে?

এ বইয়ের সকল কথার দলীল হচ্ছে আল কুরআন।
কিছু কিছু জায়গায় আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে শুধুমাত্র সহীহুল বুখারীর
কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মাওলানা আবদুর রহমান

সম্পাদনা
মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল



ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড

ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

কুরআন সম্পর্কে কুরআন কী বলে?

মাওলানা আবদুর রহমান

প্রকাশক : মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর- ২০১২ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ :

ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড

শো-রুম :

ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
ফোন : ৯৫৫৩২৯৪, ৭১২৫৬২৯
মোবাইল : ০১৯১২-১৭৫৩৯৬, ০১৭১১-৫৯৫৩৭১

অফিস :

রোড # ১৩, বাড়ি # ১৪, ফ্ল্যাট : ৩-এ, সেক্টর # ৪
উত্তরা, ঢাকা ১২৩০, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮-০২- ৮৯৫০৭৪১, ৮৯১৪৩১২, ৮৯১৫১১২
ফ্যাক্স : +৮৮-০২- ৮৯৫০৬৮৯
ই-মেইল : imam@successcn.com

ISBN : 978-984-33-5654-3

হাদিয়া : ৫০/= (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

QURAN SOMPORKE QURAN KI BOLE

Written by : Mawlana Abdur Rahman
Published by : IMAM PUBLICATIONS LIMITED
Road # 13, House # 14, Flat- 3A, Sector # 04, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Mobile : 01912-175396, 01711-595371, Tel : 88-02- 8950741, 8914312, 8915112, Fax : +88-02-8950689, E-mail : imam@successcn.com
Price : TK. 50.00 only.

مقدمة / ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

'কুরআন সম্পর্কে কুরআন কী বলে' বইটি বের করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের উপর।

কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন মানবজাতির হেদায়াতের জন্য। নবী ﷺ বলেছেন, "যতদিন তোমরা আল্লাহর কিতাব আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ঠ হবে না।" (মুসলিম- ৩০০৯)

কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হল কুরআনের উপর আমল করা তো দূরের কথা অধিকাংশ মুসলমান জানেও না যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কী বলেছেন। যার ফলে আজ মুসলিম জাতি সর্বদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ্।

একজন ঈমানদারের সর্বপ্রথম কাজ হল ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। কারণ কুরআন নাযিলের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন- اِقْرَاْ (ইক্‌রা) পড়। অর্থাৎ সবকিছুর আগে তোমাকে পড়তে হবে, জানতে হবে। ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত কেউ আল্লাহর কাছে মুসলিম হতে পারবে না। আর ইসলামের সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহর কালাম বুঝে পড়তে হবে। মানুষ যাতে কুরআন বুঝে এবং কুরআন অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করে- এটাই হল কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য।

তাই কুরআনের সাথে আমাদের কর্মনীতি কেমন হওয়া উচিত, আমাদের কাছে কুরআনের দাবি কী, এ বিষয়গুলো কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে এ বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি বইটি পড়ার পর কুরআন সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জিত হবে। ইনশা-আল্লাহ!

বইটি প্রকাশনার কাজে যারা শরীক হয়েছেন আল্লাহ তা'আলা যেন সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আর আমাদের এ শ্রমকে কবুল করে এর উসীলায় আমাদেরকে দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তির ফায়সালা করে দেন। আমীন!!

বিনীত
মাওলানা আবদুর রহমান
চেয়ারম্যান
ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড

সূচীপত্র

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআনের মূল উৎস

কুরআনের মূল উৎস হচ্ছে 'লাওহে মাহফুজ' :

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ - فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

এটা অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কুরআন, যা লাওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা বুরূজ- ২১, ২২)

সূরা যুখরুফে এ স্থানকে 'উম্মুল কিতাব' বলা হয়েছে :

حٰمٓ - وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ - اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ - وَاِنَّهٗ فِيْۤ اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ

হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি এটা আরবি ভাষায় কুরআনরূপে (অবতীর্ণ) করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; (লাওহে মাহফুজে)- যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা যুখরুফ- ১- ৪)

সূরা ওয়াকিয়াতে একে 'কিতাবুম মাকনূন' বলা হয়েছে :

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ

নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে।

(সূরা ওয়াকিয়া- ৭৭, ৭৮)

পবিত্র ফেরেশতা ছাড়া কেউ এর সংস্পর্শে যেতে পারে না :

لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

পূতঃপবিত্র আত্মা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। (সূরা ওয়াকিয়া- ৭৯)

ফেরেশতারা সেখানে এর লেখা-লেখির কাজ করে থাকে :

كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ - فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ - مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ - بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ

কখনও নয়, এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করে সে এটা স্মরণ রাখবে, এটা সম্মানিত কিতাবে (লাওহ মাহফুজে) লিপিবদ্ধ, যেটা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র। এটা এমন লেখকদের হাতে থাকে- যারা সম্মানিত ও সৎ।

(সূরা আবাসা- ১১- ১৬)

কুরআন নাযিলের সময়

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে:

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

এ কিতাব মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ।
(সূরা জাসিয়া- ২)

এক বরকতময় রাত্রিতে এর নাযিল শুরু হয়েছে :

حٰمٓ - وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ - اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ

হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাত্রিতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (সূরা দুখান- ১-৩)

এ রাতটি হচ্ছে লাইলাতুল ক্বদর :

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

আমি একে নাযিল করেছি লাইলাতুল ক্বদরে। আর আপনি কি জানেন লাইলাতুল ক্বদর কী? লাইলাতুল ক্বদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
(সূরা ক্বদর, ১-৩)

এ রাতটি রমাযান মাসে রয়েছে :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

রমাযান তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং হেদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)। (সূরা বাকারা- ১৮৫)

আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে কুরআন পাঠিয়েছেন

ফেরেশতাদের মধ্যে জিবরাঈল عليه السلام ওহী নিয়ে আসতেন :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

(হে নবী) তুমি বল, কে সে ব্যক্তি যে জিবরীলের সাথে শত্রুতা রাখে? সে তো আল্লাহর হুকুমে কুরআনকে তোমার অন্তরে নাযিল করে, যা তাদের নিকট থাকা বিষয়সমূহের সত্যতা স্বীকার করে আর তা মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদ। (সূরা বাকারা- ৯৭)

তাঁর উপাধি হল রুহুল আমীন :

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

নিশ্চয় কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। রুহুল আমীন (জিবরাঈল) এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শুয়ারা, ১৯২-১৯৪)

তিনি শক্তিশালী ফেরেশতা :

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى- ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى .

তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, মহা শক্তিধর (ফেরেশতা)। তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিলেন। (সূরা নাজম- ৫, ৬)

তিনি সম্মানিত ও আমানতদার :

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ - مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ

নিশ্চয় এ কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী। তিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, সেখানে তাকে মান্য করা হয় এবং সে বিশ্বাসভাজন। (সূরা তাকভীর, ১৮- ২১)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তিনি ওহী নিয়ে আসতেন না :

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না; যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে এবং যা উভয়ের মধ্যবর্তী তা তাঁরই এবং আপনার প্রতিপালক ভুলে যাওয়ার মত নন। (সূরা মারইয়াম- ৬৪)

জিবরাঈল عليه السلام সাহাবী দিহয়াতুল কালবীর রূপ ধারণ করে আসতেন :

আবূ উসমান رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, কোন এক সময় জিবরাঈল عليه السلام নবী ﷺ এর কাছে আগমন করেন। তখন উম্মে সালামা رضي الله عنها তাঁর কাছে ছিলেন। জিবরাঈল عليه السلام কথা বলা আরম্ভ করলে, নবী ﷺ উম্মে সালামা رضي الله عنها কে প্রশ্ন করলেন, বল তো ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি দিহয়াতুল কালবী। তারপর জিবরাঈল عليه السلام উঠে দাঁড়ালে (উম্মে সালামা) বললেন, (আল্লাহর কসম!) যতক্ষণ পর্যন্ত না নবী ﷺ এর ভাষণে জিবরাঈল عليه السلام সম্পর্কে শুনেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁকে দিহয়াতুল কালবী ছাড়া অন্য কেউ মনে করিনি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা সুলায়মান বলেছেন, আমি আবূ উসমান رضي الله عنه কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কার কাছ থেকে ঐ ঘটনা শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি উসামা ইবনে যায়েদের কাছ থেকে শুনেছি। (বুখারী হা: ৪৯৮০)

ওহী নাযিলের সময় নবী ﷺ এর শরীর ভার হয়ে যেত :

সাহল ইবনে সা'দ মারওয়ান ইবনে হাকাম ﵁ কে মসজিদের মধ্যে দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, আমি এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলাম। অতঃপর তিনি আমাকে জানালেন, যায়েদ ইবনে সাবিত ﵁ তাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দিয়ে এ আয়াতটি লিখাচ্ছিলেন-

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"মুমিনদের মধ্যে যারা বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়।"

এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম ﵁ আসলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার যদি জিহাদ করার ক্ষমতা থাকত তাহলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি একজন অন্ধ লোক ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি ওহী নাযিল করলেন, তখন তাঁর রান আমার (যায়েদ ইবনে সাবিত এর) রানের ওপর ছিল। (হঠাৎ) আমার নিকট তা ভারী মনে হল। এমনকি আমি আমার রান ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করলাম। এরপর তাঁর এ অবস্থা কেটে গেল। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন-

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

"মুমিনদের মধ্যে অক্ষম ও অসুবিধা ব্যতীত যারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়।"।

(সূরা নিসা : ৯৫, বুখারী হাঃ ৪৫৯২)

ওহী নাযিলের পদ্ধতি

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ

ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ করা ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে, (এসব মাধ্যম ছাড়া) মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন- এটা সম্ভব নয়। তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাবান। (সূরা শুরা- ৫১)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত, হারিস ইবনে হিশাম ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট কীভাবে ওহী আসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন কোন সময় আমার নিকট তা ঘণ্টার ধ্বনির ন্যায় আসে। এ প্রকারের ওহী আমার নিকট খুবই কষ্টদায়ক মনে হয়। উক্ত কষ্টজনিত ক্লান্তি এভাবে সমাপ্ত হয় যে, সে যা বলে তা আমার মুখস্ত হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সাথে কথা বলেন, আমি তাৎক্ষণিক তা মুখস্থ করতে সক্ষম হই যা সে বলে। আয়েশা ﷺ বলেন, "অতি প্রচণ্ড শীতের সময়ও ওহী নাযিলকালে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি যে, ওহী নাযিলের পরপরই তাঁর ললাট থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।" (বুখারী হাঃ ২)

সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের ঘটনা

আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ওহী আগমনের সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন তা-ই প্রভাতের আলোর ন্যায় তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে যেত। কিছুকাল এ অবস্থা চলার পর আপনা থেকেই তাঁর অন্তরে নির্জনে থাকার প্রেরণা জাগ্রত হয়। তিনি (মক্কা নগরী হতে তিন মাইল দূরে) হেরা গুহায় নির্জনে (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি তাঁর পরিবারের নিকট না গিয়ে সেথায় কয়েক রাত পর্যন্ত ইবাদাতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। এজন্য তিনি সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে আসতেন। তারপর খাদীজা ﷺ এর নিকট ফিরে যেতেন। পুনরায় কিছু খাবার নিয়ে (একাধারে ইবাদাতে রত হওয়ার জন্য) হেরা গুহায় চলে যেতেন।

এমনিভাবে হেরা গুহায় থাকাকালিন হঠাৎ তাঁর নিকট হক্ব (ওহী) এল। অর্থাৎ ফেরেশতা জিবরাঈল عليه السلام আসলেন। অতঃপর বললেন, اِقْرَأْ (ইক্‌রা) (হে নবী) "আপনি পড়ুন।" উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (এ কথা শুনে জিবরাঈল) আমাকে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যাতে আমার খুব কষ্ট অনুভব হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি পড়ুন!' জবাবে আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। এটা শুনে আবার (তিনি) আমাকে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যাতে এবার আমার আরো বেশি কষ্ট অনুভব হতে লাগল। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন, "আপনি পড়ুন"। জবাবে আমি আগের ন্যায় বললাম, 'আমি তো পড়তে জানি না।' এটা শুনে জিবরাঈল عليه السلام তৃতীয় বার আমাকে জোরে চাপ দিলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে নিচের আয়াত গুলো পাঠ করতে বললেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ঝুলন্ত রক্তপিণ্ড হতে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা অতি সম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক- ১-৫)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াতসমূহ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তখন ভয়ে তাঁর অন্তর কাঁপতেছিল। তিনি তাঁর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ এর কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও! আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। অতঃপর খাদীজা ؓ তাঁকে চাদর জড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর থেকে ভয় কেটে গেলে তিনি বিবি খাদীজাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বললেন, আমি আমার জীবন নিয়ে ভয় করছি। তখন খাদীজা ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ আপনাকে কখনো চিন্তায় ফেলবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করেন। এতিম, বিধবা, অন্ধ ও অক্ষমদের খাওয়া পরা ও থাকার ব্যবস্থা করেন। বেকারদের কর্মসংস্থান করেন। মেহমানের সমাদর করেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণকে সাহায্য করেন। (অতএব এ অবস্থায় আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই)।

এরূপ সান্ত্বনা দেয়ার পর খাদীজা ؓ রাসূল ﷺ কে সাথে নিয়ে স্বীয় চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল এর নিকট গেলেন। যিনি জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় কিতাব লিখতেন। সুতরাং আল্লাহ যতটুকু চাইতেন তিনি ইঞ্জিল হতে ততটুকু হিব্রু ভাষায় লিখতেন। তিনি সেসময় খুব বৃদ্ধ হওয়ায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা ؓ তাঁকে বললেন, হে চাচাত ভাই! আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তখন ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল রাসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সব কাহিনী খুলে বললেন। কাহিনী শুনার পর ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল রাসূল ﷺ কে বললেন, ইনি তো সেই জিবরাঈল, যাকে আল্লাহ মূসা ؑ এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! (তোমার নবুওয়াতের প্রচারকালে) যদি আমি ক্ষমতাশালী যুবক হতাম, যদি আমি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার জাতি তোমাকে দেশান্তরিত করে ছাড়বে!

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ঝুলন্ত রক্তপিণ্ড হতে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা অতি সম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক- ১-৫)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াতসমূহ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তখন ভয়ে তাঁর অন্তর কাঁপতেছিল। তিনি তাঁর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ এর কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও! আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। অতঃপর খাদীজা رضي الله عنها তাঁকে চাদর জড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর থেকে ভয় কেটে গেলে তিনি বিবি খাদীজাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বললেন, আমি আমার জীবন নিয়ে ভয় করছি। তখন খাদীজা رضي الله عنها রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ আপনাকে কখনো চিন্তায় ফেলবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করেন। এতিম, বিধবা, অন্ধ ও অক্ষমদের খাওয়া পরা ও থাকার ব্যবস্থা করেন। বেকারদের কর্মসংস্থান করেন। মেহমানের সমাদর করেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণকে সাহায্য করেন। (অতএব এ অবস্থায় আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই)।

এরূপ সান্ত্বনা দেয়ার পর খাদীজা رضي الله عنها রাসূল ﷺ কে সাথে নিয়ে স্বীয় চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল এর নিকট গেলেন। যিনি জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় কিতাব লিখতেন। সুতরাং আল্লাহ যতটুকু চাইতেন তিনি ইঞ্জিল হতে ততটুকু হিব্রু ভাষায় লিখতেন। তিনি সেসময় খুব বৃদ্ধ হওয়ায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা رضي الله عنها তাঁকে বললেন, হে চাচাত ভাই! আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তখন ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল রাসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সব কাহিনী খুলে বললেন। কাহিনী শুনার পর ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল রাসূল ﷺ কে বললেন, ইনি তো সেই জিবরাঈল, যাকে আল্লাহ মূসা عليه السلام এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! (তোমার নবুওয়াতের প্রচারকালে) যদি আমি ক্ষমতাশালী যুবক হতাম, যদি আমি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার জাতি তোমাকে দেশান্তরিত করে ছাড়বে!

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আমার দেশবাসী কি আমাকে বিতাড়িত করবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ! তুমি সত্য দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছ। তোমার ন্যায় যাঁরা পূর্বে এরূপ সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সকলের সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। (আমি তোমাকে কথা দিলাম) যদি আমি সেদিন জীবিত থাকি, তাহলে অবশ্যই প্রবলভাবে তোমাকে সাহায্য করব। এ কাহিনীর অল্পদিন পরই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন। এরপর (কিছু দিন) ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। (বুখারী হাঃ ৩)

কিছু দিন ওহী বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয় :

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী رضي الله عنه ওহী বন্ধ থাকাকালীন অবস্থা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন, "একদিন আমি পথ চলার সময় আকাশের দিক থেকে বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন সেই ফেরেশতা আসমান ও জমিনের মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি খুবই ভয় পেলাম। ভয়ার্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসে আমি বললাম, তোমরা আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন-

يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – قُمْ فَاَنْذِرْ – وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ – وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ – وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, আপনি লোকদেরকে সতর্ক করুন। আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার পোষাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা দূর করুন।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির- ১- ৫)।
এরপর থেকে পুরোদমে পর পর ওহী নাযিল হতে লাগল। (বুখারী হাঃ ৪)

কুরআন নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়

وَهٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا

এ কিতাব (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের) সত্যতা প্রকাশকারী। এটা আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা আহকাফ- ১২)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

আমি এভাবেই এ বিধান আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। (সূরা রা'দ- ৩৭)

আরবি ভাষায় কুরআন নাযিলের কারণ

এর কারণ প্রত্যেক নবীকে তাঁর জাতির ভাষায় পাঠানো হয় :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষায় পাঠিয়েছি। তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইবরাহীম- ৪)

মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর জাতির ভাষা ছিল আরবি :

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا

আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম- ৯৭)

বুঝার সুবিধার্থে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে :

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

আমি এটা আরবি ভাষায় কুরআনরূপে (অবতীর্ণ) করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা যুখরুফ- ৩)

মানুষ যাতে কুরআন বুঝে আল্লাহকে ভয় করে চলতে পারে :

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

এরূপেই আমি আরবি ভাষায় কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা তাদের জন্য এটা উপদেশ হয়। (সূরা ত্ব-হা- ১১৩)

বিরোধীরা যাতে কোন অভিযোগ তুলতে না পারে :

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ - قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

আমি যদি কুরআন অনারবি ভাষায় অবতীর্ণ করতাম তবে তারা অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলো কেন বিশদভাবে বর্ণনা করা হল না? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবি অথচ রাসূল আরবি। বল, মুমিনদের জন্য এটা পথপ্রদর্শক ও ব্যাধির প্রতিকার। (সূরা হামীম সিজদা- ৪৪)

কুরআন সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত

কুরআনের মধ্যে পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই :

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

তোমার প্রতিপালকের কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করে শুনাও। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা করো নেই। আর তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবে না। (সূরা কাহফ- ২৭)

নবী কুরআনের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেননি :

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

(হে নবী) আপনি বলুন, 'নিজ হতে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই আমি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (সূরা ইউনুস- ১৫)

যা ওহী করা হত নবী ঠিক তা-ই প্রচার করতেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

তিনি প্রবৃত্তি হতে কথা বলেন না। এটা তো এক ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। (নাজম- ৩, ৪)

নবী পরিবর্তন করলে আল্লাহ তাকেও শাস্তি দিতেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ - لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

যদি রাসূল নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতেন, তবে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম অতঃপর তাঁর শাহরগ (শ্বাস নালী) কেটে দিতাম। (সূরা হাক্কা : ৪৪-৪৬)

কুরআনের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ অসম্ভব :

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ - لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। অগ্র ও পশ্চাত কোন দিক হতে এর মধ্যে মিথ্যা প্রবেশ করবে না। এটা প্রজ্ঞাবান ও প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হামীম সিজদা- ৪১, ৪২)

কুরআনের হেফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। (সূরা হিজর- ৯)

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা যেসব উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন তা হল :

১. মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনতে পার। মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথে। (সূরা ইবরাহীম- ১)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনার জন্য; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ- ৯)

২. মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য :

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পার। (সূরা আলে ইমরান- ১০৩)

৩. মানুষকে পথভ্রষ্টতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য :

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তোমরা পথভ্রষ্ট হবে- এ আশঙ্কায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা নিসা- ১৭৬)

يٰسٓ - وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ - إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ - لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

ইয়া-সীন। বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম। নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। আপনি সরল-সঠিক পথের উপর আছেন। এ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে প্রবল প্রতাপশালী পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে। যেন আপনি এমন লোকদেরকে সতর্ক করেন যাদের পূর্বপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল রয়ে গেছে। (সূরা ইয়াসীন : ১- ৬)

৪. মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে মীমাংসা কর। (সূরা নিসা- ১০৫)

৫. বিভিন্ন মতভেদের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য :

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ। (সূরা নাহল- ৬৪)

৬. পাপের পথ কোনটি তা পরিষ্কার করে দেয়ার জন্য :

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। (সূরা আনআম- ৫৫)

৭. আখেরাতের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করার জন্য :

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি রূহ (ওহী) প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যেন সে সাক্ষাত দিবস (কিয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। (সূরা মুমিন- ১৫)

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা ও তার চারপাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই; (সেদিন) একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

(সূরা শুরা- ৭)

৮. সৎকর্মীদেরকে সুসংবাদ দেয়া ও পাপীদেরকে ভয় দেখানোর জন্য :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا - قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا - مَاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا - وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এ কিতাব এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি; একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং মুমিনগণ, যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার, যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী এবং তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' (সূরা কাহফ : ১-৪)

৯. পরকালে মানুষের অভিযোগ তোলার পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য :

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِيْنَ- اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيَاتِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ

এ কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে; পরে যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বের দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিল; আর আমরা তাদের পাঠ সম্বন্ধে গাফিল ছিলাম' কিংবা তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, 'যদি আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হত তবে আমরা তাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। সুতরাং এখন তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত এসেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার নিদর্শনসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদেরকে আমি নিকৃষ্ট শাস্তি দেব। (সূরা আনআম : ১৫৫-১৫৭)

কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই

কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই :

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ নেই; আর এটা মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াতস্বরূপ। (সূরা বাকারা- ২)

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ

এ কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে এটা তার সমর্থন করে এবং তা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে, এতে কোন সন্দেহ নেই।
(সূরা ইউনুস- ৩৭)

সন্দেহে পড়তে আল্লাহ নিষেধ করেছেন :

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَّالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

বল, 'তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানব, যদিও তিনি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন!' আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।
(সূরা আনআম- ১১৪)

কুরআন যে সত্য তা জ্ঞানীরা ভালভাবে জানে :

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা জানে যে, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য এবং তা মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়। (সূরা সাবা- ৬)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ

তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান? শুধু বিবেকবান ব্যক্তিগণই উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা রা'দ- ১৯)

কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের সাক্ষ্য প্রদান :

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তা তাঁর নিজ জ্ঞানেই নাযিল করেছেন এবং ফেরেশতাগণও এর সাক্ষ্য দেয়। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা- ১৬৬)

কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহর চ্যালেঞ্জ

প্রথম পর্যায়ে পূর্ণ কুরআন বানানোর চ্যালেঞ্জ :

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ - فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ

তারা কি বলে যে, এ কুরআন তাঁর (মুহাম্মাদের) নিজের বানানো? আসলে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা যদি সত্যবাদী হয়, তবে তারাও কুরআনের ন্যায় কোন গ্রন্থ নিয়ে আসুক। (সূরা তূর- ৩৩, ৩৪)

দ্বিতীয় পর্যায়ে দশটি সূরা বানানোর চ্যালেঞ্জ :

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ - قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

তারা কি বলে, (মুহম্মাদ) এটা নিজে রচনা করেছে? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে পার (সাহায্যের জন্য) ডেকে নাও।' (সূরা হুদ- ১৩)

শেষ পর্যায়ে ছোট একটি সূরা বানানোর চ্যালেঞ্জ :

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

তারা কি বলে, 'সে (মুহম্মাদ) এটা রচনা করেছে?' বল, 'তবে তোমরা এটার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (সূরা ইউনুস- ৩৮)

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমরা যদি সন্দেহ কর, তবে এর সমতুল্য একটি সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদেরকেও ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা বাকারা- ২৩)

এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা কেউ করতে পারেনি আর পারবেও না :

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

বল, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এটার অনুরূপ কোন গ্রন্থ আনয়ন করতে পারবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৮৮)

কুরআন সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের নানা মন্তব্য

কুরআন অস্বীকারকারীরা কুরআন সম্পর্কে নানা ধরণের মন্তব্য করত। যেমন-

১. এ কুরআন পুরোনো দিনের গল্প :

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের কাহিনী! (মুতাফফিফীন- ১৩)

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

তারা বলে, 'এগুলো তো পূর্ববর্তীদের কাহিনী, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।' (সূরা ফুরকান- ৫)

২. এগুলো পুরাতন মিথ্যা কথা :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ

কাফিররা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে যে, যদি (এ কিতাবকে মেনে নেয়া সত্যিই) কোন ভাল কাজ হত তাহলে তারা এ বিষয়ে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারত না। যেহেতু তারা এ থেকে হেদায়াত পেল না, সেহেতু তারা বলবে যে, এটা তো পুরাতন মিথ্যা (কাহিনী)। (সূরা আহকাফ- ১১)

وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى - وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

তারা আরও বলে যে, এটা তো মিথ্যা রচনা ছাড়া আর কিছু নয়। আর কাফিরদের কাছে যখন এ সত্য (কুরআন) পৌঁছল তখন তারা বলল- এটা তো প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত আর কিছু নয়। (সূরা সাবা- ৪৩)

৩. এগুলো এলোমেলো স্বপ্ন :

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ

তারা এটাও বলে, 'এ সমস্ত অলীক কল্পনা, হয় সে এটা উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ।' (সূরা আম্বিয়া- ৫)

৪. এগুলো পাগলের শেখানো বুলি :

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ - ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ

তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ তাদের নিকট এক স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানকারী রাসূল এসেছিলেন; অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বলে, সে তো শেখানো (বুলি বলছে,) সে তো এক পাগল। (সূরা দুখান- ১৩, ১৪)

৫. এগুলো মনগড়া উক্তি :

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۚ اَؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ

এরূপ কথা তো আমরা পূর্ববর্তী ধর্মে শুনিনি। এটা তো মনগড়া উক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের মধ্য থেকে কেবল এ ব্যক্তির উপরই কি আল্লাহর কুরআন নাযিল করা হল? আসলে তারা তো আমার কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, বরং তারা এখন পর্যন্ত আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেনি। (সূরা সোয়াদ- ৭, ৮)

৬. মানুষের সহযোগিতায় এটা বানানো হয়েছে :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۚ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

কাফিরগণ বলে, 'এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' এভাবে তারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে। তারা বলে, 'এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।' (সূরা ফুরকান- ৪, ৫)

৭. কুরআনের মত এরকম কথা আমরাও বানাতে পারি :

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা তো শ্রবণ করলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, এটা তো শুধু পূর্ববর্তীদের কাহিনী মাত্র'। (সূরা আনফাল- ৩১)

৮. এটা সুস্পষ্ট যাদু :

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকাশ্য আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে- এ লোকটি তো তোমাদের বাপ-দাদারা যার ইবাদাত করত তা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায়। তারা আরও বলে যে, এটা তার মিথ্যা রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কাফিরদের কাছে যখন এ সত্য (কুরআন) পৌঁছল তখন তারা বলল- এটা তো প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত আর কিছু নয়। (সূরা সাবা- ৪৩)

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

যখন এদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন কাফিররা সে সত্য সম্পর্কে বলে- যা তাদের সামনে এসে গেছে 'এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছু নয়।' (সূরা আহকাফ- ৭)

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ

যখন তাদের নিকট সত্য এসে গেল তখন তারা বলল, এটা তো যাদু আর অবশ্যই আমরা এর অস্বীকার করি। (সূরা যুখরুফ- ৩০)

কুরআন সম্পর্কে নানা অভিযোগের জবাব

এ কুরআন রাসূলের বানানো- এ কথার জবাব :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

তবে কি তারা বলতে চায় যে, রাসূল নিজেই তা রচনা করে নিয়েছে? (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি যদি নিজেই রচনা করে থাকি তাহলে তোমরা আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তোমরা যেসব কথা বানাচ্ছ তা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আহকাফ- ৮)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

তারা কি বলে যে, সে (রাসূল) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়েছে, সুতরাং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে তোমার হৃদয়ে মোহর মেরে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে অবহিত। (সূরা শুরা- ২৪)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ

তারা কি বলে যে, সে এটা রচনা করেছে? বল, 'যদি আমি এটা রচনা করে থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব এবং তোমরা যে অপরাধ করছ তা হতে আমি দায় মুক্ত।' (সূরা হুদ- ৩৫)

নবীকে কেউ এটা শিখিয়ে দেয়– এ কথার জবাব :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ - لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ - اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

আমি তো জানি, তারা বলবে যে, 'তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ। তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবি নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবি। যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেন না এবং তাদের জন্য আছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

(সূরা নাহল- ১০৩, ১০৪)

কুরআন কবির কাব্য– এ কথার জবাব :

فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ

আমি শপথ করি ওর যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় এটা (কুরআন) এক সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী; এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। (সূরা হাক্কাহ, ৩৮- ৪১)

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ

আমি তাঁকে (রাসূলকে) কবিতা শিক্ষা দেইনি আর তা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। (সূরা ইয়াসীন- ৬৯)

কুরআন গণকের কথা– এ কথার জবাব :

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ

এটা কোন গণকের কথা নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হাক্কাহ- ৪২, ৪৩)

কুরআন পাগলের কথা– এ কথার জবাব :

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ - وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ

নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী। সে শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, সেখানে তাকে মান্য করা হয় এবং সে বিশ্বাসভাজন এবং তোমাদের সাথি (মুহাম্মদ) পাগল নয়।

(সূরা তাকভীর, ১৯-২২)

কুরআন শয়তানের শেখানো কথা– এ কথার জবাব :

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ

এটা (কুরআন) কোন অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়। (সূরা তাকভীর- ২৫)

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ

শয়তানরা তা (কুরআন) সহ অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এটার সামর্থ্যও রাখে না। তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শুয়ারা, ২১০- ২১২)

আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি– এ কথার জবাব :

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا وَّعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَاؤُكُمْ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি যখন তারা বলে, 'আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেননি।' বল, কে নাযিল করেছেন মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল? তা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর আর এর অধিকাংশই গোপন রাখ এবং তোমরা যা জানতে না এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ জানত না তাও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল? বল, 'আল্লাহই' (নাযিল করেছেন) অতঃপর তুমি তাদের নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকতে দাও। (সূরা আনআম- ৯১)

ধনী লোকের উপর এটা নাযিল হল না কেন– এ কথার জবাব :

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ - اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَّرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

তারা বলে, এই কুরআন দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর কেন অবতীর্ণ করা হল না? তারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করে? আমিই তাদেরকে তাদের পার্থিব জীবনে জীবিকা বণ্টন করি এবং একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা খেদমত করিয়ে নিতে পারে। আর তারা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের রহমত উৎকৃষ্টতর। (সূরা যুখরুফ ৩১- ৩২)

কুরআন অন্য কোন ভাষায় নাযিল হল না কেন– এ কথার জবাব :

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ - قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى - اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

যদি আমি অনারবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা হয়নি কেন? কী আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবি, অথচ রাসূল আরবি ভাষী। বল, মুমিনদের জন্যে এটা পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার; কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তারা এমন, যেন তাদেরকে বহু দূর হতে আহ্বান করা হয়।(সূরা হামীম সিজদা- ৪৪)

কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী পার্থক্য

মুমিন কুরআন দ্বারা হেদায়াত পায়, আর অন্যরা পথভ্রষ্ট হয় :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

আমি কুরআন অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমতস্বরূপ, কিন্তু সেটা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৮২)

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖ إِلَّا الْفَاسِقِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর জিনিসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা তাদের রবের পক্ষ থেকে। আর যারা কাফির তারা (সর্বাবস্থায়) এটাই বলবে যে, এসব নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করে থাকেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই (পাপিষ্ট, অনাচারী) বিপথগামী করে থাকেন। (সূরা বাকারা- ২৬)

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ - وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كَافِرُوْنَ

যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে যে, 'এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল?' যারা মুমিন এটা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের অপবিত্রতার সাথে অপবিত্র যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়। (তাওবা- ১২৪, ১২৫)

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهٖ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

তিনিই আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর মধ্যে কতক আয়াত রয়েছে মুহকামাত (স্পষ্ট), এগুলোই কিতাবের মূল আর অন্যগুলো মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট)। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফেতনা এবং ব্যাখ্যা তালাশের উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। অথচ এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে, আমরা এগুলোতে ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বুদ্ধিমান ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

(সূরা আলে ইমরান- ৭)

কুরআনকে অস্বীকার করার পরিণাম

যারা কুরআনকে অস্বীকার করে তাদের পরিণাম হচ্ছে-

১. কুরআন অস্বীকারকারীরা অন্ধকারে ডুবে থাকে :

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারা বধির ও বোবা, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা আনআম- ৩৯)

২. তারা কখনো হেদায়াত পাবে না :

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ

বল, তোমাদের অভিমত কী, যদি (এই কুরআন) আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা এটা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত আছে, তার অপেক্ষা কে অধিক পথভ্রষ্ট?

(সূরা হামীম সিজদা- ৫২)

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

(হে রাসূল) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি এ কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে, আর তোমরা তা মানতে অস্বীকার কর (তাহলে তোমাদের অবস্থা কী হবে?) আর এ ধরনের কালামের পক্ষে তো বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী দিয়েছে। অতঃপর সে ঈমান এনেছে, আর তোমরা অহংকারে ডুবে রয়েছ। নিশ্চয় আল্লাহ এমন যালিমদেরকে হেদায়াত করেন না। (সূরা আহকাফ- ১০)

৩. তাদের কুরআন বুঝার তাওফীক হয় না :

وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا

আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; (সূরা বনী ইসরাঈল- ৪৬)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا

কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি সেটা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হতে পারে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। আর তুমি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না। (সূরা কাহফ- ৫৭)

৪. তারা সবচেয়ে বড় যালিম :

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তার নিকট যখন সত্য আসে তখন তা প্রত্যাখ্যান করে, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হতে পারে? কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? (সূরা যুমার- ৩২)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? নিশ্চয় যালিমরা কখনো সফলকাম হবে না। (সূরা আনআম- ২১)

৫. তাদের সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে :

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

যারা আমার আয়াত ও আখেরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। তারা যা করে সে অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে। (সূরা আরাফ- ১৪৭)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

তারা ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখব না।

(সূরা কাহফ- ১০৫)

৬. তারা পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে :

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ

যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারে না। (সূরা আরাফ- ১৮২)

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ - وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ

আমাকে এবং এ বাণীকে যারা মিথ্যা বলছে তাদের ব্যাপারটি ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতেও পারবে না। আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়।

(সূরা ক্বালাম- ৪৪, ৪৫)

৭. তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে :

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيَاتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ - حَتّٰى اِذَا جَاءُوْا قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيَاتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

(স্মরণ কর সেদিনের কথা) যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক-একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত; আর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে। যখন তারা সমাগত হবে তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ তোমরা তা আয়ত্ত্ব করতে পারনি? নাকি তোমরা অন্য কিছু করছিলে?'

(সূরা নামল- ৮৩, ৮৪)

৮. তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا - كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আগুনে পোড়াব; যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করব যেন তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

(সূরা নিসা- ৫৬)

৯. তারা কোনদিন জান্নাতে যেতে পারবে না :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ

যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না, আর তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। (সূরা আরাফ- ৪০)

কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ :

وَاٰمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ

আর আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা তার প্রতি ঈমান আন, তোমাদের সাথে যা আছে (অর্থ্যাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল) তা তারই সত্যতা প্রমাণকারী। আর তোমরা এ ব্যাপারে প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করো না। আর তোমরা আমাকেই ভয় কর। (সূরা বাকারা- ৪১)

প্রকৃত জ্ঞানীরা কুরআনকে বিশ্বাস করে :

لٰكِنِ الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা ও মুমিনগণ তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে এবং যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, আমি তাদেরকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করব। (সূরা নিসা- ১৬২)

আখেরাত বিশ্বাসকারীরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে :

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তারা তার প্রতি (কুরআনের) বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের সালাতের হেফাযত করে। (সূরা আনআম- ৯২)

আহলে কিতাবের কিছু লোকও এটাকে বিশ্বাস করে :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ - اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

ইতিপূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এতে ঈমান আনলাম, এটা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম; তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক দেয়া হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। (সূরা কাসাস : ৫২- ৫৪)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمِنْ هٰؤُلَاءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيَاتِنَا اِلَّا الْكَافِرُوْنَ

এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। আর এদের মধ্য হতে কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। আমার নিদর্শনাবলী কাফির ব্যতীত কেউ অস্বীকার করে না। (সূরা আনকাবুত- ৪৭)

যারা নিষ্ঠার সাথে পাঠ করে তারা কুরআনকে বিশ্বাস করে :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি; তাদের মধ্য থেকে যারা তা সঠিকভাবে পাঠ করে, তারাই এর প্রতি ঈমান আনে। আর যে এটা অবিশ্বাস করবে আসলে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা বাকারা- ১২১)

কুরআন শুনলে মুমিনদের চোখ দিয়ে পানি আসে :

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ

যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।' (সূরা মায়েদা- ৮৩)

তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে :

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

বল, 'তোমরা কুরআনের প্রতি বিশ্বাস কর বা না কর, নিশ্চয় যাদেরকে এর জ্ঞান পূর্বে দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র ও সুমহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবেই। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

(সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৭- ১০৯)

তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই :

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তাও নেই। (সূরা যুখরুফ- ৬৮, ৬৯)

জ্বিনদের উপর কুরআনের প্রভাব

জ্বিনেরা কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়েছিল :

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا - يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

বল, আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, জ্বিনদের এক দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথের সন্ধান দেয়; সে কারণে আমরা এতে ঈমান আনয়ন করেছি আর আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কোন শরীক স্থাপন করব না। (সূরা জ্বীন- ১, ২)

তারা কুরআন প্রচারের কাজে লেগে যায় :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ

যখন আমি একদল জ্বিনকে আপনার দিকে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তারা কুরআন শুনে। যখন তারা ঐ জায়গায় পৌঁছল (যেখানে আপনি কুরআন পাঠ করতেছিলেন) তখন একে অপরকে বলছিল, তোমরা চুপ থাক। তারপর যখন কুরআন পড়া হয়ে গেল তখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারী হয়ে ফিরে গেল। (সূরা আহকাফ- ২৯)

তারা কুরআনের গুনাগুণ বর্ণনা করল :

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ

তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনলাম, যা মূসার পর নাযিল করা হয়েছে, যা এর আগের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করে এবং সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়। (সূরা আহকাফ- ৩০)

তারা কুরআনকে মুক্তির উপায় মনে করল :

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

হে আমাদের সম্প্রদায়! যে আল্লাহর দিকে ডাকে তার ডাকে সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্ মাফ করবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবেন। আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না তার জন্য দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই, যে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারে। আর তার এমন কোন সহায়ক নেই, যে তাকে আল্লাহর থেকে বাঁচাতে পারে। এসব লোক স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে। (সূরা আহকাফ- ৩১, ৩২)

জ্বিনদের কুরআন শ্রবণ ও প্রতিক্রিয়া :

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সময় তাঁর সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে উকায নামক বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হন। ইতোমধ্যে জ্বিনদের আকাশের খবরাদি সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অগ্নিশিখা ছুঁড়ে মারা শুরু হয়েছে। তাই শয়তান জ্বিনরা ফিরে আসলে অন্য জ্বিনরা তাদেরকে বলল, কী ব্যাপার? তারা বলল, আকাশের খবরাদি সংগ্রহে আমাদের জন্য বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। তখন শয়তান বলল, আসমানের খবরাদি সংগ্রহে তোমাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিশ্চয় কোন নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণেই হয়েছে। তাই তোমরা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখ, ব্যাপার কী? অতঃপর তার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য সবাই পৃথিবীর চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়ল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, যারা তিহামার উদ্দেশে বেরিয়েছিল, তারা নাখলা নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উপস্থিত হয়। তিনি এদিক দিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশে গমন করেছিলেন। এ সময় তিনি সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জ্বিনদের দলটি পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনতে পেয়ে অধিক মনোযোগ সহকারে তা শুনে বলে উঠল, আকাশের খবরাদি ও তোমাদের মাঝে এটাই বাধা সৃষ্টি করেছে।

তাই তারা ফিরে গিয়ে তাদের সম্প্রদায়কে বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখায়। আমরা এ বাণীর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করব না। এরপরই মহান

আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। এভাবে ওহীর মাধ্যমে নবী ﷺ কে জ্বিনদের কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করা হয়। (বুখারী হা: ৪৯২১)

কুরআনের প্রতিক্রিয়া :

মুহাম্মাদ ইবনে যুবায়ের ইবনে মুতঈম ﷺ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে মাগরিবের নামাযে সূরা 'তূর' পড়তে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছেন-

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ- اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُوْنَ- اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُوْنَ

"তারা কি কোন সৃষ্টিকারী ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? আসমান-যমিন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তোমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে? কিংবা তার ওপর তাদেরই কর্তৃত্ব চলে?"
তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। (বুখারী হা: ৪৮৫৪)

কুরআনের সার্বজনীনতা

কুরআন সকল মানুষের জন্য এসেছে :

هٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ

এটা মানুষের জন্য একটি বার্তা, যেন এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ্ আর বিবেকবানরা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (সূরা ইবরাহীম- ৫২)

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

এটা (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত। (সূরা জাসিয়া- ২০)

কুরআন সারা বিশ্বের জন্য সতর্কবাণী :

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যেন তা বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (সূরা ফুরকান- ১)

কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশবাণী :

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

এটা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বিবরণ এবং আল্লাহ ভীরুগণের জন্য পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ। (সূরা আলে ইমরান- ১৩৮)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ - فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ

কুরআন কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। সুতরাং তোমরা কোথায় চলছ? এটা তো কেবল বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ। (সূরা তাকভীর, ২৫- ২৭)

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ

এ কুরআন বিশ্বজগতের (জগতবাসীর) জন্য উপদেশবাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা কালাম- ৫২)

কুরআনের দৃষ্টান্তসমূহ সকলের জন্য পেশ করা হয়েছে :

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

আর আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (সূরা যুমার- ২৭)

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যেন তারা চিন্তা করে।

(সূরা হাশর- ২১)

কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন শ্রেষ্ঠ মু'জিযা :

আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এমন কোন নবী ছিলেন না, যাকে কোন মু'জিযা দেয়া হয়নি, যা দেখে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে ওহী, যা আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাঁদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা হবে সর্বাধিক।

(বুখারী হা: ৪৯৮১)

গুনাগুনের দিক থেকে কুরআন খুবই ভারী কালাম :

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا

আমি অচিরেই তোমার প্রতি অবতীর্ণ করব ভারত্বপূর্ণ বাণী। (সূরা মুযযাম্মিল- ৫)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

আমি যদি এ কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা হাশর- ২১)

আসমান-যমীন এটা গ্রহণ করেনি :

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

আমি তো এ আমানত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার নিকট পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তা গ্রহণ করতে ভয় পেল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল; নিশ্চয় সে অতিশয় যালিম ও বড়ই অজ্ঞ। (সূরা আহযাব- ৭২)

কুরআন বিজ্ঞানময় কিতাব :

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ

এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। (সূরা লুকমান- ২)

يٰسٓ - وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ

ইয়া-সীন। কসম বিজ্ঞানময় কুরআনের। (সূরা ইয়াসীন- ১, ২)

এর আয়াতসমূহ পাকাপোক্ত, সুবিন্যাস্ত ও ইনসাফপূর্ণ :

الٓرٰ - كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

আলিফ-লাম-রা। এটা এমন কিতাব যার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এ কিতাব প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) নিকট হতে এসেছে। (সূরা হুদ- ১)

কুরআনের কথা সত্য.

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

কথার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে? (সূরা নিসা- ১২২)

কুরআনের আয়াতসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ :

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

আল্লাহ্ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন কিতাব যার প্রতিটি বাণী পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল, অভিন্ন (যেখানে আল্লাহর ওয়াদাগুলো বার বার বর্ণনা করা হয়েছে), যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এতে তাদের দেহ শিহ্‌রে উঠে, তারপর তাদের দেহ ও তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা যুমার- ২৩)

কুরআন অন্তরের রোগের শিফা :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। (সূরা ইউনুস- ৫৭)

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ

বল, মুমিনদের জন্য এটা পথ-নির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার।

(সূরা হামীম সিজদা- ৪৪)

কুরআনের মধ্যে কোন জটিলতা নেই :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি। (সূরা কাহফ- ১)

এটি বরকতময় ও জ্ঞানসমৃদ্ধ কিতাব

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

এ কিতাব আমি নাযিল করেছি যা বরকতময়। সুতরাং তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।

(সূরা আনআম- ১৫৫)

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

অবশ্যই আমি তাদের নিকট পৌছে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব যা আমি পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম আর তা ছিল মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। (সূরা আরাফ- ৫২)

কুরআন দলীল-প্রমাণের কিতাব :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট নূর।
(সূরা নিসা- ১৭৪)

কুরআন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। (সূরা মায়েদা- ৩)

দ্বীনের মৌলিক সকল বিষয়ের মূলনীতি এর মধ্যে রয়েছে :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের বর্ণনাস্বরূপ। আর তা হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।
(সূরা নাহল- ৮৯)

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

এটা এমন বাণী যা মিথ্যা রচনা নয়। বরং এটা পূর্বগ্রন্থে যা আছে তার সমর্থক এবং মুমিনদের জন্য সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত।
(সূরা ইউসুফ- ১১১)

কুরআন সকলের জন্য উপদেশস্বরূপ :

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (সূরা আম্বিয়া- ১০)

কুরআনের শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ :

اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

পরম দয়াময় (আল্লাহ), তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।
(সূরা আর-রাহমান- ১, ২)

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْ اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكَافِرِيْنَ

তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সহায়ক হয়ো না। (সূরা কাসাস- ৮৬)

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হেকমত নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; তোমার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহা অনুগ্রহ । (সূরা নিসা- ১১৩)

কুরআন আনন্দ ও গর্বের জিনিস :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উ শ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার রহমতের মাধ্যেমে আনন্দ লাভ কর। দুনিয়ার যে সম্পদ মানুষ জমা করে এটা তার চেয়ে উত্তম। (সূরা ইউনুস- ৫৭, ৫৮)

দুনিয়ার প্রাচুর্যের চেয়ে কুরআনের জ্ঞান লাভের মূল্য অনেক বেশি :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ - لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

আমি তোমাকে বার বার পঠিত সাতটি আয়াত (সূরা ফাতেহা) এবং এ মহাগ্রন্থ কুরআন দিয়েছি। আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তাদের জন্য তুমি দুঃখও করো না; আর তুমি মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনমিত করো। (সূরা হিজর- ৮৭, ৮৮)

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে হেকমত দান করেন। আর যাকে হেকমত দান করা হয় সে প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। আর জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত অন্যেরা উপদেশ গ্রহণ করে না। (সূরা বাকারা- ২৬৯)

কুরআনের জ্ঞানকে নবী ﷺ মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন :

সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল যে, সে নিজকে আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বললেন, আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। এক সাহাবী নবী ﷺ কে বললেন, তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে (মোহরানাস্বরূপ) একটি কাপড় দাও; তিনি বললেন, তা আমার কাছে নেই। নবী ﷺ বললেন, তাহলে তাকে অন্তত একটি লোহার আংটি দাও। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় অপারগতা প্রকাশ করলেন।

অতঃপর নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কি কিছু কুরআন মুখস্থ আছে? তিনি জবাবে বললেন, কুরআনের অমুক অমুক অংশ আমার মুখস্থ আছে। তখন নবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে এর বিনিময়ে তোমার সাথে এ মহিলার বিয়ে দিলাম। (বুখারী হাঃ ৫০২৯)

কুরআন হেদায়াত লাভের উৎস

কুরআন হেদায়াতের মূল উৎস যা সঠিক পথের সন্ধান দেয় :

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

নিশ্চয় এ কুরআন হেদায়াত করে সে পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৯)

কুরআনের হেদায়াতই হচ্ছে প্রকৃত হেদায়াত:

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

তুমি বল, আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সুপথ আর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ হতে তোমার জন্য কোনই অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা বাকারা- ১২০)

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

এটাই আল্লাহর হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

(সূরা যুমার- ২৩)

কুরআন শান্তির পথ দেখায় :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা মায়েদা- ১৫, ১৬)

কুরআন হেদায়াতের নূর :

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি রূহ (কুরআন) আমার নির্দেশে; তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; আর অবশ্যই তুমি সরল পথ দেখাও। (সূরা শুরা- ৫২)

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে ব্যক্তি মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবিত করেছি এবং মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মত যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান হতে বের হবার নয়? এভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্ম শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। (সূরা আনআম- ১২২)

কুরআনের পথ ছাড়া বাকী সকল পথ গোমরাহী :

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

আমি তোমার প্রতি মানুষের জন্য সত্যসহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং যে হেদায়াত গ্রহণ করে সে তার নিজের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের ধ্বংসের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। আর তুমি তাদের জিম্মাদার নও। (সূরা যুমার- ৪১)

কুরআনের বিধান সহজ এবং তা মানা আবশ্যক

কুরআনের বিধানকে আল্লাহ্ সহজ করে দিয়েছেন :

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। (সূরা বাকারা- ১৮৫)

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান; যেন তোমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়েদা- ৬)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন অস্পষ্টাতা রাখেননি।

(সূরা হাজ্জ- ৭৮)

সামর্থ্যের বাইরে আল্লাহ্ কাউকে কষ্ট দেন না :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না।

(সূরা বাকারা- ২৮৬)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتَاهَا

আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেন না। (সূরা তালাক- ৭)

যারা কুরআনের বিধান মানবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না :

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে (জান্নাত থেকে) নিচে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসলে যারা আমার সেই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাকারা- ৩৮)

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى

পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। (সূরা ত্বো-হা- ১২৩)

তাদের কোন ভয় থাকবে না :

يَا بَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِيْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট এসে আমার নিদর্শন বর্ণনা করে তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরা আরাফ- ৩৫)

কুরআনের বিধান পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে :

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

তোমরা কি গ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই নেই এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন নন। (সূরা বাকারা- ৮৫)

কুরআনের বিধান মানার জন্য নবীর অসীয়ত :

তালহা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফকে প্রশ্ন করলাম, নবী ﷺ কি কোন অসীয়ত করে গেছেন? তিনি জবাব দিলেন, না। তখন আমি বললাম, "যখন নবী ﷺ কোন অসীয়ত করে যাননি, তখন তিনি মানুষের জন্য কি করে অসীয়ত করা বাধ্যতামূলক করে গেছেন এবং তাদেরকে এজন্য আদেশ দিয়েছেন।" তখন তিনি উত্তর দিলেন, নবী ﷺ আল্লাহর কিতাবের অনুস[illegible] অসীয়ত করে গেছেন।' (যেহেতু নবীগণ কোন ধন-সম্পদ রেখে যান না সেজন্য কোন অসীয়ত ও করে যান না, তাঁরা শুধুমাত্র হেদায়াত রেখে যান ও সে বিষয়ে অসীয়ত করে যান, সে হিসেবে শেষ নবীও আল্লাহর কিতাব কুরআন রেখে গেছেন এবং এর অনুসরণের জন্য অসীয়ত করে গেছেন)। (বুখারী হা: ৫০২২)

কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণতি

অনেক মানুষ কুরআনকে ছেড়ে দিয়েছে :

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

রাসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।' (সূরা ফুরকান- ৩০)

তারা কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে আছে :

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্য এটা উপদেশ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আম্বিয়া- ২৪)

وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ

দয়াময়ের নিকট হতে যখনই তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা সেটা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা শুয়ারা- ৫)

তারা একে গুরুত্ব দেয় না :

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ- مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ - لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে তারা সেটা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে, তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। (সূরা আম্বিয়া- ১, ২)

শয়তান এসব লোকের সঙ্গী হয়ে যায় :

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ হয় আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করি, অতঃপর সে-ই হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ- ৩৬)

তাদের তুলনা দেয়া হয়েছে গাধার সাথে :

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ

তাদের কী হল যে, তারা উপদেশবাণী (কুরআন) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেন পলায়নপর গাধা। যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়ন করে।

(সূরা মুদ্দাসসির : ৪৯- ৫১)

কিয়ামতের দিন তারা বিপদে পড়বে :

وَقَدْ اٰتَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا - مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا

আমার নিকট হতে আমি তোমাকে উপদেশ দান করেছি, এটা হতে যে বিমুখ হবে, সে কিয়ামতের দিন পাপের বুঝা বহন করবে।

(সূরা ত্বো-হা : ৯৯- ১০০)

তাদের হাশর হবে অন্ধ অবস্থায় :

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى - قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا - قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى - وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيَاتِ رَبِّهٖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى

যে আমার স্মরণ (কুরআন) হতে বিমুখ হবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।' তিনি বলবেন, 'এরূপই আমার আয়াতসমূহ তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি সেটা ভুলে গিয়েছিলে সুতরাং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।' আর এভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেই, যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠিন ও অধিক স্থায়ী। (সূরা ত্বো-হা : ১২৪- ১২৭)

তারা মুক্তির পথ পাবে না :

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট

(সূরা বনী ইসরাঈল- ৭২)

কুরআন বিমুখ লোকদের প্রতি আল্লাহর প্রশ্ন :

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

এটা কল্যাণময় উপদেশ; আমি এটা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার কর? (সূরা আম্বিয়া- ৫০)

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ

তাদের কী হল যে, তারা উপদেশবাণী (কুরআন) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

(সূরা মুদ্দাসসির- ৪৯)

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ

তারপরও কি তোমরা এই হাদীসকে (কুরআনকে) সাধারণ মনে করবে? (ওয়াকিয়া- ৮১)

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ- وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ- وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ

তোমরা কি এর (কুরআনের) কথায় বিস্ময়বোধ করছ? হাসছ অথচ কাঁদছ না? তোমরা তো উদাসীন। (সূরা নাজম- ৫৯- ৬১)

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ

এরপর তারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে? (সূরা মুরসালাত- ৫০)

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ

সুতরাং তাদের কী হল যে, তারা ঈমান আনে না এবং তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হলে তারা সিজদা করে না? (সূরা ইনশিক্বাক- ২০, ২১)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ - فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ

এটা (কুরআন) কোন অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়। সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ? (সূরা তাকভীর- ২৫, ২৬)

কুরআন পড়ার গুরুত্ব

কুরআন পড়ার নির্দেশ :

وَاتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ

তোমার প্রতিপালকের কিতাব হতে পাঠ কর; যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। (সূরা কাহফ- ২৭)

اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

আমি আদিষ্ট হয়েছি এ নগরীর প্রতিপালকের ইবাদাত করতে, যিনি তাকে সম্মানিত করেছেন। সমস্ত কিছু তাঁরই। আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই। আরও আদিষ্ট হয়েছি, কুরআন পাঠ করতে, অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে তা তার কল্যাণের জন্যই করে। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বল, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।' (সূরা নামল- ৯১)

কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে ঈমান বাড়ে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

মুমিন তো তারাই, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়, আর যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল- ২)

কুরআন পড়া একটি লাভজনক ব্যবসা :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে রিযিক দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করে, যাতে কখনও ক্ষতি হবে না। (সূরা ফাতির- ২৯)

কুরআন পাঠকারীর মর্যাদা :

আয়েশা ﷺ নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কুরআন পাঠকারী হাফেয উচ্চমর্যাদার অধিকারী ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে কুরআন পাঠ করে আর তা হিফয করা তার জন্য অতীব কষ্টকর হলেও তা হিফয করতে চেষ্টা করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। (বুখারী হা: ৪৯৩৭)

কুরআন পাঠের সময় রহমত নাযিল হয় :

উসায়েদ ইবনে হুযায়ের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাত্রে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করছিলেন। তখন পাশেই তাঁর ঘোড়াটি শক্ত করে বাঁধা ছিল। হঠাৎ করে সেটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে। তিনি পাঠ বন্ধ করলে ঘোড়াটি শান্ত হয়। তিনি পুনরায় পাঠ শুরু করলে ঘোড়াটি পূর্বের ন্যায় লাফালাফি শুরু করে। তিনি আবার পাঠ বন্ধ করেন। এ সময় তাঁর পুত্র ইয়াহ্ইয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল। তিনি ভয় পেলেন, হয়ত বা ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে।

যখন তিনি পুত্রটিকে বের করে আনেন তখন আকাশের দিকে তাকান, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। পরের দিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পূর্ণঘটনা খুলে বলেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হে ইবনে হুযায়ের! তুমি যদি পাঠ করতে থাকতে! ইবনে হুযায়ির! তুমি যদি পাঠ করতে থাকতে! (অর্থাৎ তুমি পাঠ করতে থাকলে কতই না ভাল হত! তোমার উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হত)।

তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, হয়ত ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে। তাই আমি (পাঠ বন্ধ করে) আকাশের দিকে তাকালাম এবং তার নিকট গেলাম। যখন আমি আকাশের দিকে তাকালাম তখন মেঘের মতো কিছু দেখতে পেলাম, যা আলোকমালায় পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল। যখন আমি বাইরে বের হলাম, কিন্তু তা আর দেখতে পেলাম না।
তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি কি জান ওটা কী? ইবনে হুযায়ের জবাব দিলেন, না। তখন নবী ﷺ বললেন, তারা ছিল ফেরেশতা। তোমার পড়ার আওয়াজ শুনে তোমার নিকট এসেছিল। তুমি যদি ভোর পর্যন্ত পাঠ করতে থাকতে, তাহলে তারাও ভোর পর্যন্ত অবস্থান করত। আর লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত, যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়নি। (বুখারী হাঃ ৫০১৮)

কুরআন পড়ার নিয়ম

কুরআন পড়ার শুরুতে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে হবে :

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (সূরা নাহল- ৯৮)

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করতে হবে :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।
(সূরা আলাক- ১)

সুন্দর করে ধীরস্থিরভাবে পড়তে হবে :

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

আর তুমি কুরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে (থেমে থেমে সুন্দরভাবে)।
(সূরা মুয্‌যাম্মিল- ৪)

সামর্থ্য অনুযায়ী পড়তে হবে :

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ – عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَ
رْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পাঠ কর, তিনি (আল্লাহ) জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে আবার কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। কাজেই কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য তা-ই পাঠ কর। (সূরা মুয্‌যাম্মিল- ২০)

মধ্যম আওয়াজে পড়তে হবে :

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا

তোমরা সালাতে স্বর উঁচুও করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। (সূরা বনী ইসরাঈল- ১১০)

আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ কোন বিষয়ের জন্য অনুমতি দেননি যেরূপ তিনি নবী ﷺ কে সুমধুর কণ্ঠে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারীর সঙ্গী (আবূ সালামা) বলেছেন, এর অর্থ উচ্চস্বরে সুস্পষ্ট করে পাঠ করা। (বুখারী হা: ৫০২৩)

কুরআন পড়ার উপযুক্ত সময় রাতের বেলা ও ফজরের সময় :

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি দল রয়েছে অটল। তারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে।
(সূরা আলে ইমরান- ১১৩)

অর্থ বুঝে কুরআন পড়তে হবে :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

(এ কুরআন) একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সোয়াদ- ২৯)

বুঝার জন্য কুরআনকে সহজ করা হয়েছে :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা কামার- ৩২)

কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে :

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

অনুরূপভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করে থাকেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার। (সূরা বাকারা- ২৬৬)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلٰى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তবে কি তারা কুরাআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে? (সূরা মুহাম্মদ- ২৪)

এত কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক কুরআন বুঝে পড়ে না :

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, যারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কিতাব সম্পর্কে কিছু জানে না আর তারা শুধু কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।

(সূরা বাকারা- ৭৮)

সওয়ারীতে কুরআন পড়া যায় :

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় সূরা 'আল-ফাতাহ' পাঠ করতে দেখেছি। (বুখারী হাঃ ৫০৩৪)

ধীরস্থিরভাবে পড়তে হবে :

আবূ ওয়ায়েল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কোন একদিন ভোরে আবদুল্লাহর কাছে গেলাম। এ সময় জনৈক লোক বললেন, গতকাল আমি সকল মুফাসসাল সূরা পাঠ করেছি। অতঃপর আবদুল্লাহ বললেন, এত তাড়াতাড়ি পাঠ করা যেন কবিতা পাঠ। অথচ আল্লাহর নবী ﷺ এর কিরাত পাঠ আমি শুনেছি, আর আমার ভালভাবেই স্মরণ আছে, নবী ﷺ সেসব সূরা পাঠ করতেন, যার সংখ্যা আঠারটি। আর দু'টি সূরা আলিফ লাম ও হা-মীম। (বুখারী হাঃ ৫০৪৩)

মাদ (শব্দ দীর্ঘায়িত করা) সহকারে কুরআন পাঠ করতে হবে :

কাতাদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক ﷺ কে নবী ﷺ এর কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত করে (টেনে টেনে) পাঠ করতেন।

(বুখারী হাঃ ৫০৪৬, ৫০৪৫)

ব্যাখ্যা বুঝে পড়তে হবে :

না'ফে ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর যখন কুরআন মাজীদ পাঠ শুরু করতেন তখন শেষ না করা পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। আমি একদিন তাঁর নিকট গেলাম। তিনি তখন সূরা বাকারা পাঠ করছিলেন। পাঠ করতে করতে তিনি এক জায়গায় থেমে গেলেন। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, কী বিষয়ে আয়াতটি নাযিল হয়েছে জানো? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, অমুক অমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি আবার পাঠ করতে শুরু করলেন। (বুখারী হাঃ ৪৫২৬)

সাত দিনের কমে খতম দেয়া ঠিক নয় :

আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী ﷺ আমাকে বললেন, 'পূর্ণ একমাস সময়ের মধ্যে কুরআন (পাঠ করা) শেষ কর।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমি এর চেয়েও অধিক (পড়ার) ক্ষমতা রাখি।' তখন নবী ﷺ বললেন, 'তাহলে প্রতি সাতদিনে একবার কুরআন শেষ কর এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে কুরআন শেষ করো না।' (বুখারী হাঃ ৫০৫৪)

ছোটদেরকে কুরআন পড়ানো উচিত :

সাঈদ ইবনে যুবায়ের ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব সূরাকে তোমরা মুফাসসাল (সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত) বল, তা হচ্ছে মুহকাম। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি ছিলাম দশ বছরের এক বালক। এ বয়সেই আমি মুহকাম সূরাসমূহ শিখে ফেলেছিলাম। (বুখারী হাঃ ৫০৩৫)

কুরআন জানার জন্য সাহাবীদের আগ্রহ :

মাসরূক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহর কিতাবে এমন কোন সূরা নেই যার সম্পর্কে আমি জানি না যে, তা কখন এবং কোথায় নাযিল হয়েছে, আর আল্লাহর কিতাবে এমন কোন আয়াতও নেই যা আমি জানি না যে, তা কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারপরও আমি যদি জানতাম যে, এমন কোন ব্যক্তি রয়েছে, যে আমার চেয়ে কুরআন ভাল জানে এবং সেখানে উট পৌছতে পারে, তবে আমি উটে আরোহণ করে হলেও সেখানে গিয়ে পৌছতাম। (বুখারী হাঃ ৫০০২)

কুরআনের সাথে লেগে থাকতে হবে :

ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, যে লোক কুরআন মুখস্থ করে হৃদয়ে রাখে, তার দৃষ্টান্ত ঐ উট মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে তবে তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি বন্ধন খুলে দেয় তবে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। (বুখারী হাঃ ৫০৩১)

কুরআন পাঠকারী ও আমলকারীর দৃষ্টান্ত :

আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে মুমিন কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তার উদাহরণ ঐ লেবুর ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু এবং তার ঘ্রাণও মন মাতানো সুগন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না; কিন্তু কুরআনের অনুযায়ী আমল করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু কোন সুগন্ধ নেই।

আর সেসব মুনাফিক, যারা কুরআন পাঠ করে কিন্তু আমল করে না, তাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ রায়হানা ফলের ন্যায়, যার মনমাতানো সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে একেবারেই তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠও করে না এবং তদনুসারে আমলও করে না, তার উদাহরণ হাঞ্জালার (মাকাল ফলের) ন্যায়, যা খেতেও তিক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত। (বুখারী হাঃ ৫০৫৯)

মর্ম না বুঝে কুরআন পাঠকারী সম্পর্কে নবীর ভবিষ্যত বাণী

আলী ﷛ বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের চিন্তাধারা হবে বোকামিপূর্ণ। তারা ভাল ভাল কথা বলবে, কিন্তু ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়। তাদের ঈমান গলদেশের নিচে (অন্তঃকরণে) প্রবেশ করবে না। সুতরাং তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। কেননা এদের হত্যাকারীদের জন্য কিয়ামাতের দিন পুরস্কার রয়েছে। (বুখারী হাঃ ৫০৫৭)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷛ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ".

আবূ সাঈদ খুদ্‌রী ﷛ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, (ভবিষ্যতে) এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নাযায তুচ্ছ জ্ঞান করবে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে উপহাস করা হবে। আর তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের গলার নীচে যাবে না (অর্থাৎ তাদের অন্ত রে প্রবেশ করবে না এবং কুরআন অনুসারে তারা আমালও করবে না)। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর নিক্ষেপকারী পরীক্ষার জন্য কিছু তাক করে তীর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর তীর নিক্ষেপ হয়ে যাবে, অথচ সে কোন লক্ষ্যব ভেদ করতে পারবে না। সে তার তীরের পালকের দিকে তাকাবে, অথচ কিছুই দেখতে পাবে না। শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করবে।

(বুখরী হা : ৫০৫৮)

কুরআন পাঠ শুনলে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হবে

কুরআন পড়া হলে নীরবে শুনতে হবে :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে সেটা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

(সূরা আরাফ- ২০৪)

নবী ﷺ অন্যের নিকট থেকে কুরআন শুনতেন :

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, "আমার সম্মুখে কুরআন পাঠ কর।" আমি বললাম, "আমি আপনার নিকট কুরআন পাঠ করব, অথচ তা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে?" তিনি বললেন, "আমি অন্যের পাঠ শুনতে পছন্দ করি।"

(বুখারী হাঃ ৫০৫৬)

কুরআন শুনে নবী ﷺ এর কান্না :

আমর ইবনে মুর্‌রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে কুরআন পাঠ করে শুনাব? অথচ কুরআন তো আপনার উপরই নাযিল হয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনতে পছন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন তাঁকে সূরা নিসা পাঠ করে শুনাতে আরম্ভ করলাম। যখন এ আয়াতে পৌছলাম-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

"তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব, আর তাদের ব্যাপারে হে নবী! আপনাকেই সাক্ষী হিসাবে হাজির করব?" তখন নবী ﷺ বললেন, থাম। তখন আমি দেখতে পেলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। (বুখারী হাঃ ৪৫৮২)

আল্লাহ কুরআনের পাঠ শুনেন :

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন বিষয়ের পাঠ শুনেন না, যেরূপ তিনি কোন নবীর উচ্চস্বরে সুমধুর কণ্ঠের পাঠ শুনে থাকেন। সুফিয়ান বলেছেন, এ কথার অর্থ হচ্ছে, কুরআনই তার জন্য যথেষ্ট। (বুখারী হাঃ ৫০২৪)

কুরআন প্রচারের গুরুত্ব ও প্রচারকের গুণাবলী

কুরআন প্রচারের নির্দেশ :

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ

হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর তবে তুমি তাঁর বার্তা (সঠিকভাবে) প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা মায়েদা- ৬৭)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

অতঃএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করো। (সূরা হিজর- ৯৪)

প্রচারের জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার গ্রহণ :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ

আর যখন আল্লাহ্ কিতাবধারীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা নিশ্চয় এটা লোকদের মধ্যে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল, অথচ তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর।

(সূরা আলে ইমরান- ১৮৭)

কুরআনের জ্ঞান গোপন রাখার ভয়াবহ পরিণাম :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ

আমি যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন ও হেদায়াত নাযিল করেছি ঐগুলোকে সব মানুষের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেন এবং লা'নতকারীরাও তাদেরকে লা'নত করে থাকে। (সূরা বাকারা- ১৫৯)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে তার চেয়ে বেশি অত্যাচারী আর কে আছে? আর তোমরা যা করছ তা হতে আল্লাহ অমনোযোগী নন। (সূরা বাকারা- ১৪০)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা যারা গোপন করে এবং তা অল্প মূল্যে বিক্রয় করে। ঐ সমস্ত লোকেরা নিজেদের পেট আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা বাকারা- ১৭৪)

কুরআন প্রচার বন্ধ করা যাবে না :

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا - قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

স্মরণ কর, তাদের এক দল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে উপদেশ দাও কেন?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এজন্য।' (সূরা আরাফ- ১৬৪)

প্রচারকের মর্যাদা অপরিসীম :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

কথায় ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উত্তম যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, এবং সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্ত র্ভুক্ত। (সূরা হামীম সিজদা- ৩৩)

কুরআন প্রচার করা বড় জিহাদ :

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও। (সূরা ফুরকান- ৫২)

কুরআনের শিক্ষক ও ছাত্রের মর্যাদা :

উসমান ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।

(বুখারী হা: ৫০২৭- ২৮)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ - فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ

কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা পাঠকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয় আমি তোদেরকে নিকৃষ্ট কার্যকলাপের বিনিময় দেব। জাহান্নাম, এটাই আল্লাহর শত্রুদের পরিণাম; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাসস্থল আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ। (সূরা হামীম সিজদা- ২৬-২৮)

যারা কুরআনের বিধান মানে না তাদের পরিণাম

যারা কুরআনের আইন মানে না তারা সবচেয়ে বড় যালিম :

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذًا اَبَدًا

কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি সেটা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। তুমি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না। (সূরা কাহফ- ৫৭)

তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস :

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ - وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ - يَسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহর এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস করে। দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর। যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ অহংকারের সাথে অটল থাকে যেন তা সে শুনেনি। তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (সূরা জাসিয়া ৬- ৮)

কিয়ামতের দিন তাদেরকে আফসোস করতে হবে :

وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ - اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَّا حَسْرَتَا عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ - اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ - اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে কোন রকম আযাব আসার আগেই তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উত্তম যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ কর। (তোমাদের অবস্থা যেন এমন না হয় যে,) কেউ বলবে, হায় আমার আফসোস! আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি, আমি তো ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের একজন ছিলাম। অথবা এ কথা যেন না বলে, যদি আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করতেন তাহলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা আযাব সামনে দেখে বলবে, হায়! যদি আমার (আবার) দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া (নসীবে) থাকত, তাহলে আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(সূরা যুমার- ৫৫-৫৮)

এসব লোক জাহান্নামের অধিবাসী হবে :

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا - قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ - قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ

কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে তখন তার প্রবেশ দ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের দারোয়ানরা তাদেরকে বলবে তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্যে হতে রাসূলগণ আসেন নি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে। তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। অহংকারকারীদের আবাসস্থল কতইনা নিকৃষ্ট! (সূরা যুমার- ৭১,৭২)

তাদের কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না :

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ - قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ - رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ - قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হত না? অথচ তোমরা সেসব অস্বীকার করতে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়; 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হব।' আল্লাহ্ বলবেন, "তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বল না।" (মুমিনূন : ১০৫- ১০৮)

কুরআনের বিধান অনুযায়ী যারা রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচার-ফায়াসালা করে না তাদের পরিণাম

১. আল্লাহ্ বলেন, তারা কাফির :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-মিমাংসা করে না তারা কাফির। (সূরা মায়েদা- ৪৪)

২. তারা যালিম :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-মিমাংসা করে না তারা যালিম (অন্যায়কারী)। (সূরা মায়েদা- ৪৫)

৩. তারা ফাসিক :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়াসালা করে না তারা ফাসিক (অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বহিষ্কৃত, পাপাচারী ও অপরাধী)। (সূরা মায়েদা- ৪৭)

পরিশিষ্ট

এ বইটির মাধ্যমে আমরা যে বিষয়টি জানতে পারলাম তাহল, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন মাজীদ দিয়েছেন- যেন আমরা এটা পড়ে সে অনুযায়ী আমল করতে পারি। তাই আমাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর কালাম বুঝে পড়া এবং এর বিধি-বিধান নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা।

কুরআনের ভাষা হচ্ছে আরবি, তাই একে ভালভাবে বুঝার জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য আরবি ভাষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কুরআন-হাদীস বুঝার জন্য যদি কেউ আরবি ভাষা শিক্ষা করে তবে এটা তার জন্য ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে।

যারা আরবি ভাষা জানেন না তাদের কর্তব্য হল মাতৃভাষার সহযোগিতা নিয়ে কুরআনের বিধি-বিধান জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত যত ভাষা রয়েছে প্রায় সকল ভাষাতেই কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আল্লাহর রহমতে আমাদের দেশেও বাংলা ভাষায় কুরআন বুঝার যথেষ্ট উপকরণ বের হয়েছে। কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ, কুরআনের শব্দের অভিধান, বিষয় অভিধানসহ বেশ কিছু ভাল ভাল তাফসীর গ্রন্থও বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এগুলোর সাহায্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

কুরআনের বক্তব্যগুলো বিভিন্ন সূরায় বিভক্ত। কুরআনের মধ্যে কোন বিষয়কেন্দ্রিক সূচীপত্র নেই। তাছাড়া একটি বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন সূরায় এসেছে। যার কারণে কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য খুঁজে বের করা সাধারণ জনগণের জন্য কঠিন হয়ে যায়। তাই যারা কুরআনের জ্ঞানার্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করতে পারেন না, তাদের জন্য এমন গ্রন্থ অতি প্রয়োজন যার মধ্যে কুরআনে আলোচিত বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে একই জায়গায় পাওয়া যাবে। সে লক্ষ্যে আল্লাহর রহমতে আমি দীর্ঘদিন সাধনা ও গবেষণা করে কুরআনের একটি বিষয়ভিত্তিক তাফসীর রচনা করেছি। এতে একটি বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো বিভিন্ন জায়গায় থেকে একত্র করা হয়েছে এবং কুরআনে আলোচিত মৌলিক বিষয়সমূহকে হাদীসের কিতাবের মত করে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য কী তা এ গ্রন্থের মাধ্যমে একই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে জানা যাবে, কিছু দিনের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে। ইনশা-আল্লাহ!

মাওলানা আবদুর রহমান সিলেট জেলার জৈন্তাপুর থানাধীন রূপচেং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় পাখিবিল আনওয়ারুল উলূম মাদরাসা থেকে। পরে ১৯৮৮ সালে জৈন্তা দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ৩য়-৭ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯৯৩ সালে কানাইঘাট মনসূরিয়া কামিল মাদরাসায় ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৯৬ সালে দাখিল, ১৯৯৮ সালে আলিম ও ২০০০ সালে ফাযিল পাশ করেন। ফাযিল পাস করার পর গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ২০০২ সালে কামিল পাস করেন।

তিনি প্রায় দশ বছর যাবত বিখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা ইদ্রীস আহমদ সেবনগরী সাহেবের সুহবতে থেকে তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীছ, উসূলে হাদীছ, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, ছরফ, নাহু, বালাগাত, মানতিক, আকাইদ ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয় পড়াশোনা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় তাফসীর প্রতিযোগিতায় তিনি ১ম স্থান অধিকার করেন এবং **ইসলামিক টিভি কর্তৃক আয়োজিত সারা পৃথিবীব্যাপী 'কুরআনিক চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।**

ইসলামের শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মাওলানা আবদুর রহমান (চেয়ারম্যান) ও মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল (এম.ডি) দু'জন মিলে ২০১০ সালে ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন।

ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড থেকে প্রকাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই :

১. দু'আ ও মুনাজাত
২. জান্নাতী ও জাহান্নামী কারা
৩. মন দিয়ে নামায পড়ার উপায়
৪. কাদের রোযা কবুল হয়
৫. ভাল ছাত্র হওয়ার উপায়
৬. ইসলামের মৌলিক শিক্ষা
৭. কোন্ কাজে সওয়াব হয় এবং কোন্ কাজে গুনাহ হয়
৮. অমূল্য বাণীর সমাহার
৯. মুমিনের আমল ও চরিত্র যেমন হওয়া উচিত
১০. গীবত থেকে বাঁচার উপায় ও তওবা করার পদ্ধতি
১১. কুরআন সম্পর্কে কুরআন কী বলে
১২. তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন

ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা